একাদশ অধ্যায়

শিল্প-বিপ্লব—কারণ ও ফলাফল

প্রশ্ন ০১। (ক) ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের কারণগুলি কী ছিল?

(খ) শিল্প-বিপ্লব বলতে কী বোঝ? শিল্প-বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করো।

উত্তর। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইউরোপের বিরাট রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আড়ালে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে, সে পরিবর্তন দেখা দেয় অপেক্ষাকৃত কম জাঁকজমকের সঙ্গে। কিন্তু বেশি তাৎপর্য বহন করে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। প্রথমে ইংল্যাণ্ডের এবং তারপর অন্যান্য দেশগুলির শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থায় একটি আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়। দেশের দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনে মানুষের শ্রমের বদলে বেশি করে যান্ত্রিক শক্তি নিয়োজিত হতে থাকে; ফলে সমস্ত শিল্পোৎপাদন-ব্যবস্থাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতি অন্যান্য যুগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়েছিল বলে ইতিহাসে এটি **'শিল্প-বিপ্লব'** (Industrial Revolution) নামে খ্যাত।

শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন

আগে দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন হত কুটির-শিল্পের মাধ্যমে। সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে মালিকের বাড়িতেই উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকত। মালিকের পরিবারভুক্ত লোকেদের সঙ্গে অন্যান্য শ্রমিকরাও কাজ করত। তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ এবং তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ তারতম্য ছিল না। এরূপ অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ হত সামান্য,—স্থানীয় প্রয়োজন মিটিয়ে খুব সামান্যই বাণিজ্যের জন্য উদ্‌বৃত্ত থাকত। যানবাহনের ব্যবস্থাও ছিল অনুন্নত এবং অপ্রচুর। তাই অর্থনীতি ছিল গ্রাম্য। কিন্তু এ সমস্তক্ষেত্রেই পরিবর্তন আসল শিল্প-বিপ্লবের ফলে।

শিল্প-বিপ্লবের আগের উৎপাদন ব্যবস্থা

(১) **শিল্প-বিপ্লবের কারণ ঃ** যুগ-যুগান্তরে উৎপাদন-ব্যবস্থার এই যে দ্রুত পরিবর্তনের সূত্রপাত হল তার পশ্চাতে কতকগুলি গভীর কারণ নিহিত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড, উপনিবেশ স্থাপন এবং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিসাধন করতে সক্ষম হয়। স্বভাবতঃই বাণিজ্যের প্রসারলাভহেতু শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। (খ) সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে একদল বণিক্ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অনেক মূলধন মজুত করতে পারে। তাদের দ্বারা প্রচুর কাঁচামাল আমদানি করা এবং বৃহদায়তন উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে। (গ) এই অবস্থার প্রেরণায় বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়, এবং নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হতে থাকে। এই সকল আবিষ্কার যে কেবলমাত্র উৎপাদন-ব্যবস্থাকেই প্রভাবান্বিত করে তা নয় যানবাহনের ব্যবস্থাকেও পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে। (i) এই সকল আবিষ্কারের মধ্যে বস্ত্রশিল্পে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারই প্রথম, যার ফলে বস্ত্র-উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

উপনিবেশ ও বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঃ শিল্পোৎপাদন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি

মূলধন বৃদ্ধি ও কাঁচামাল আমদানির সুবিধা

Scanned with CamScanner

ইংল্যাণ্ডের Crompton, Arkwrigtht, Hargreaves, Cart Wright প্রমুখ আবিষ্কারকদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এঁদের আবিষ্কারের ফলে অল্প সময়ে বেশি বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব হতে লাগল। (ii) বাষ্পশক্তিকে ব্যবহার করতে পারা বিজ্ঞানের আর একটি দান। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে জেমস্ ওয়াট্ (James Watt, 1736-1819) প্রথম বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। অতঃপর বিভিন্ন যন্ত্রচালনায় মানুষের পরিশ্রমের বদলে বাষ্প-শক্তি নিয়োজিত হতে থাকে। যানবাহনেও বাষ্প-শক্তি ব্যবহার হতে থাকে—রেল, স্টীমার ইত্যাদি এই শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারলাভে সাহায্য করল। (iii) কয়লাখনির কাজ দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল সেফটি ল্যাম্প (Safety lamp) আবিষ্কৃত হলে, ব্লাস্টফার্নেস (Blast furnace) আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে লৌহ গলিয়ে ইস্পাত তৈরি হল। এরই ফলে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং শক্তিশালী জাহাজ তৈরি সম্ভব হয়। (iv) এর পর আরও ক্ষমতাশালী বিদ্যুৎশক্তি আবিষ্কৃত হলে যন্ত্রপাতিকে আরও দ্রুত চালনা করা সম্ভব হল। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আবিষ্কৃত হয়ে মানুষের যোগাযোগ রক্ষা অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠল। এই সমস্ত বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে দ্রুতগামী শক্তি সৃষ্টি হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এটি সম্ভব হয় বলে সাধারণত একে একটি বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঃ উৎপাদন ও যাতায়াত ব্যবস্থার পরিবর্তন

যন্ত্র-শিল্পের আবিষ্কার অধিক যন্ত্র উৎপাদন

বাষ্পশক্তি শিল্পে ও যানবাহনে ব্যবহার

খনি ও লৌহশিল্পের জন্য আবিষ্কার

বিদ্যুৎশক্তি ঃ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন

(২) **শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল ঃ** বিভিন্ন দেশে শিল্প-বিপ্লবের ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ফলগুলি অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী হয়েছিল। ইতিহাসে শিল্প-বিপ্লবের গুরুত্ব যে কত গভীর তা এই ফলগুলি বিচার করলে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই বিপ্লবের ফলে যে সমস্ত পরিবর্তন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা দেয়, তা কেবল পরিমাণগত নয়, তা সম্পূর্ণভাবে গুণগত পরিবর্তন। এ যেন একটি নতুন যুগের সৃষ্টি।

শিল্প-বিপ্লবের ফলাফলের গুরুত্ব

(ক) **উৎপাদন ক্ষেত্রে ঃ** শিল্প-উৎপাদন ক্ষেত্রে কুটির-শিল্পের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে কারখানা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। সামান্য যন্ত্রে, সামান্য শ্রমের সাহায্যে স্বল্প পরিমাণ উৎপাদনের বদলে শক্তিশালী যন্ত্রে বহু শ্রমিকের সমন্বয়ে বিরাট উৎপাদনই হচ্ছে এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে দেশে অর্থনৈতিক শক্তিও দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি

(খ) **যানবাহনের ক্ষেত্রে ঃ** যুগ-যুগান্তর ধরে যানবাহনের ক্ষেত্রে যে ধীরগামী ব্যবস্থা ছিল, তারও আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। অশ্ব, পশুচালিত শকট বা পাল-খাটান জাহাজের বদলে দ্রুতগামী রেলগাড়ি, বাষ্পচালিত জাহাজ ব্যবহার আরম্ভ হল। ফলে অধিক পরিমাণ মাল, অনেক অল্প সময়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ করা সম্ভব হল। সময়ের অপচয় বন্ধ হল।

দ্রুত গমনাগমনের ব্যবস্থা সৃষ্টি

(গ) **ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঃ** একদিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদন অন্যদিকে মাল আদান-

Scanned with CamScanner

প্রদানের সুবিধা—এই দুইয়ের ফলে স্বভাবতঃই ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সম্প্রসারণ ঘটল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগসূত্র সৃষ্টি হল। শিল্পে উন্নত দেশগুলির পক্ষে তাদের উদ্বৃত্ত শিল্পজাত দ্রব্য অন্য দেশে বিক্রয় করা এবং সে দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করার মাধ্যমে এই যোগসূত্র দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল। সমস্ত পৃথিবী একই অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এসে পড়তে লাগল। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে সঞ্চিত ধনদৌলত মূলধনের আকারে বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে কায়েম করল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা

(ঘ) **অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঃ** শিল্প-বিপ্লবের ফলে কুটির-শিল্পের অবনতি হল এবং গ্রাম্য অর্থনীতিরও অবসান হল। দেশের অভ্যন্তর ভাগের সমস্ত স্থানই এখনই পরস্পর-নির্ভরশীল এক অর্থনীতিতে গাঁথা পড়ল। কারখানাগুলি এক-একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে বড়ো বড়ো শহর সৃষ্টি করে তুলল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনের জন্য এই শহরগুলি বিখ্যাত। দেশের সমস্ত শক্তিও এই শহরগুলিতে জমা হতে লাগল। গ্রামের ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটির-শিল্পের মালিকরা ও শ্রমিকরা এখন শহরে এসে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হল। তাদের আগের সেই স্বাধীন সত্তা আর রইল না। কারখানার মালিকশ্রেণি, পুঁজিপতিরা বিরাট ধনদৌলতের অধিকারী হয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাধান্য লাভ করে; অন্যদিকে বড়ো বড়ো কারখানায় কর্মরত দারিদ্র্য-প্রপীড়িত এক বিরাট শ্রমিকশ্রেণি সমাজে নতুনরূপে আবির্ভূত হল।

গ্রাম্য-অর্থনীতির অবসান ঃ শহরে কারখানার সৃষ্টি

নতুন মালিকশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির সৃষ্টি

(ঙ) **সামাজিক ক্ষেত্রে ঃ** এই নতুন উৎপাদন-ব্যবস্থা একদিকে যেমন মুষ্টিমেয় ধনী পুঁজিপতিদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির প্রাচুর্য বয়ে আনছিল, তেমনি অপরদিকে অসংখ্য শ্রমিক সাধারণের জীবনে এনেছিল দুঃখ-দুর্দশা। গ্রাম্য-অর্থনীতি ভেঙে যাওয়ার ফলে গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে কৃষক ও শ্রমিক পরিবারগুলি শ্রমবিক্রয়ের জন্য শহরে ভিড় জমাল;—ফলে সমাজজীবনে একটা বিরাট ওলটপালটের সৃষ্টি হল। (i) দৈন্যের চাপে পরিবারের স্ত্রীলোক ও শিশুরা পর্যন্ত কারখানায় কাজ গ্রহণ করতে লাগল, পরিবারগুলির বহু যুগের সুস্থ আবওহাওয়া নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। (ii) এক-একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান যতই বৃহদাকার ধারণ করতে লাগল, শ্রম-বিভাজন নীতিও (Division of Labour) ততই বেশি প্রযুক্ত হতে লাগল; ফলে একই ধরনের একঘেয়ে কাজে শ্রমিকদেরকে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হত, কাজের প্রতি শ্রমিকদের আকর্ষণ এ অবস্থায় থাকে না, দেহ ও মনের ক্লান্তি দূরীকরণের জন্য তারা সামান্য অবসরে মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং নানাপ্রকারের উত্তেজনামূলক আকর্ষণের দিকে ঝুঁকতে লাগল। (iii) সুতরাং একদিকে কারখানার অভ্যন্তরে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তাদেরকে কাজ করতে হত, আবার মাঝে মাঝে নানাপ্রকার অব্যবস্থা ও উৎপাদন-সঙ্কোচনের ফলে বেকার হয়ে অর্ধাশনে কালাতিপাত করতে হত। (iv) কারখানা

গ্রামের অবনতি শহরের স্ফীতি

স্ত্রী ও শিশুরাও শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত

শ্রমিকবিভাজন ও শ্রমিকদের ওপর চাপ

Scanned with CamScanner

এলাকায় এবং শহরগুলিতে শ্রমিক ও জনসাধারণের ভিড় স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল, সুতরাং গৃহ-সমস্যা দেখা দিল, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন নোংরা বস্তিগুলি শ্রমিক সাধারণে ভরে উঠল। এ অবস্থায় স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দিল; মানসিক এবং নৈতিক স্তরেরও পতন দেখা দিল। এ বিষয়ে কেউই স্বাভাবিকভাবে দায়িত্ব অনুভব করতে চাইল না।

কারখানার ভিতরে ও বস্তিতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা

(চ) **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঃ** এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে এবং এই সমস্যাগুলি রাজনৈতিক ঘটনাবলীকেও প্রভাবান্বিত করল। (i) পুঁজিপতিরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে তারা তাদের রাজনৈতিক দল মারফত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল এবং জমিদারশ্রেণির প্রভাব ক্ষীণ হয়ে পড়ল। নিজেদের প্রয়োজনে ও স্বার্থে তারা সরকারের সমস্ত নীতি নির্ধারণ করতে লাগল। (ii) শ্রমিকশ্রেণিও ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করল এবং মালিকদের সঙ্গে ধর্মঘট (Strike) ইত্যাদি মারফত নিজেদের সুখ-সুবিধা আদায় করবার জন্য সচেষ্ট হল। (iii) তাছাড়া রাজনীতিতে তাদের শক্তি অনুভূত হতে লাগল, নিজেদের অবস্থার উন্নতিকল্পে, আইনকানুন প্রণয়নের জন্য তারা রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করল। সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদ তাদের মধ্যে শীঘ্রই শিকড় গাড়তে পারল এবং নানাধরনের বৈপ্লবিক নীতি ছড়াতে লাগল। ফ্রান্সে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের বিদ্রোহে শ্রমিকরাই প্রধান অংশগ্রহণ করেছিল। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্যারি-কমিউন গঠন করে প্যারিসের শ্রমজীবী জনগণ সাময়িকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয়।

পুঁজিপতিরা শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত

শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ঃ ট্রেড ইউনিয়ন

নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি

সুতরাং শিল্প-বিপ্লব অর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তা সন্দেহাতীত।

প্রশ্ন ০২। *ইউরোপে শিল্পায়নের প্রসার আলোচনা করো।*

অথবা,

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্পায়নের অগ্রগতি উল্লেখ করো।

উত্তর। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে ইউরোপে এক দ্বৈত বিপ্লবের সূচনা হয়। অধ্যাপক হবস্‌বাউম (Hobsbaum) একে "Dual Revolution" বলেছেন। এই দুটি বিপ্লবের একটি হল শিল্প-বিপ্লব, অন্যটি ফরাসি বিপ্লব। যদিও ইংল্যান্ড ছিল শিল্প-বিপ্লবের পথিকৃৎ, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লব সমগ্র ইউরোপে প্রসার লাভ করে। শিল্প-বিপ্লবের সম্প্রসারণের ফলে ইউরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

ইউরোপে শিল্পায়নের পটভূমিকায় তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, এই সময়ে জনসংখ্যার ক্রমিক ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তা ১৮ কোটি এবং ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৬.৬ কোটিতে পরিণত হয়। অবশ্য ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। এই দুটি দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যার পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যার ক্রমিক অগ্রগতি শুধুমাত্র শিল্পপ্রসারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তা নয়, কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদনের

Scanned with CamScanner

বিনিয়োগের উপযোগী যথেষ্ট মূলধন না থাকায় বিদেশ থেকে পুঁজি এনে শিল্পোদ্যোগ শুরু হয়েছিল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে রুশ শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১০০ মিলিয়ন রুবল, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৯০০ মিলিয়ন। রাশিয়ার পুঁজি বিনিয়োগে বৈদেশিক শক্তিগুলির মধ্যে ফ্রান্সের ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের পর রেলপথের প্রসার তাৎপর্যপূর্ণ।

উনিশ শতকের শেষ দিকে রাশিয়ায় আটটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছিল। তবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে রাশিয়ার শিল্পায়নে দুটি পার্থক্য ছিল—

প্রথমত, রাশিয়ার শিল্পগুলি ছিল বৃহদায়তন। দ্বিতীয়ত, শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধি পেলেও রুশ শিল্প বিদেশি পুঁজি নির্ভর হবার জন্য জনগণ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণি অর্থনৈতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও আর্থিক দুর্দশায় জর্জরিত হয়ে পড়ে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ (১৮৭০-১৯১৪)

	১৮৭০	১৮৮০	১৮৯০	১৯০০	১৯১০	১৯১৪
জার্মানি	০.৩	০.৭	২.৩	৬.৭	১৩.৮	১৪.০
অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী	—	—	০.৫	১.২	২.২	২.৭
ফ্রান্স	০.৩	০.৪	০.৭	১.৬	৩.৪	৩.৫
গ্রেটব্রিটেন	০.৭	১.৩	৩.৬	৫.০	৫.৯	৬.৫
রাশিয়া	—	—	০.৪	১.৫	৩.৫	৪.১

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় ইংল্যান্ডের অগ্রগতি ছিল ধারাবাহিক, ফ্রান্সের অগ্রগতি ছিল শ্লথ, রাশিয়ার অগ্রগতি হয়েছিল বিলম্বে, জার্মানির অগ্রগতি বিলম্বে হলেও তার গতি ছিল দ্রুততর। অস্ট্রিয়ার অনগ্রসরতা অব্যাহত ছিল।

প্রশ্ন ০৩। *ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের কারণ কী ছিল? ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব হল কেন?* ***(ক.বি. ০৪, ০৮)***

উত্তর। ১৫০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালকে ইতিহাসবিদ্‌রা বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। যার অবসানে শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত। এই সময়কালে পশ্চিম-ইউরোপে মধ্যযুগের অচলাবস্থা ভেঙ্গে পড়ে; সামন্ততান্ত্রিক সংস্থাগুলি পরিত্যক্ত হয় এবং জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলির অভ্যুত্থান ঘটে। এই পরিবর্তনগুলির ফলশ্রুতি হল শিল্প-বিপ্লব।

সুতরাং শিল্প-বিপ্লব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। সাধারণত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রচলনের ফলে জীবনযাত্রার প্রণালীর এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হলেও, বহু আগে থেকেই এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। প্রথমত, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন মহাদেশে ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সেই সকল অঞ্চলে ইউরোপীয় পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই চাহিদা মেটাবার জন্য উৎপাদনপ্রণালীর পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার এবং ভারত ও চিনের বাণিজ্যের দ্বার ইউরোপীয়দের কাছে উন্মুক্ত হলে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামালের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তখনকার উৎপাদন-প্রণালীর দ্বারা নতুন আবিষ্কৃত কাঁচামালগুলিকে অধিক পরিমাণে

Scanned with CamScanner

তৈরি সামগ্রীতে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের সময় থেকে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে পণ্য-সামগ্রী তৈরি করার কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ইউরোপের বণিক্‌শ্রেণি প্রচুর লাভ করে বিত্তশালী হয়ে ওঠে এবং উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য এই বণিক্‌রা তাদের মূলধন নিয়োগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠে। নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের জন্য ইউরোপীয় বণিক্‌দের মূলধন যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, আমেরিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য ইউরোপে আমদানি হতে থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনের ব্যাপারে সকলের গ্রহণযোগ্য মুদ্রার প্রচলন সহজ হয়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হয়। ধাতু-মুদ্রার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য মূলধনের অভাব কিছুটা দূর হয়। মূলধনের প্রসারের ফলে ধনপতি বা পুঁজিপতি (Capitalist) শ্রেণির উদ্ভব হয়। একদিকে কাঁচামালের সংগ্রহ ও অপরদিকে মূলধনের অভাব দূর হলে নতুন ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে পণ্য-সামগ্রী তৈরি করার চেষ্টা শুরু হয়। ফলে উৎপাদনপ্রণালী ও পরিবহন-ব্যবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে।

সুতরাং বলা যায় যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাণিজ্য-বিপ্লব ছিল শিল্প-বিপ্লবের পটভূমি। বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি, পণ্যের ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি, মুনাফা বৃদ্ধি, মূলধন-সঞ্চয়ে বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্যাথলিক গীর্জার বিরুদ্ধে সংস্কার-আন্দোলন, সামন্ত-প্রথার দ্রুত অবক্ষয়, জাতীয়তাভিত্তিক রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান—এই পরিবর্তনগুলির পরবর্তী অধ্যায় হল শিল্প-বিপ্লব। এই বিপ্লব মূর্ত হয়ে ওঠে প্রাথমিক নতুন কলা-কৌশল বা টেকনোলজির প্রয়োগে।

ইংল্যাণ্ডেই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নয়ন ঘটে। একই জমিতে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হলে কৃষির ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব আসে। পতিত জমি উদ্ধার করে ছোটো ছোটো খেত-খামারকে বৃহদাকার খেত-খামারে পরিণত করা হয়। পার্লামেন্টের আইনের সাহায্যে জমিদার ও ধনবানেরা বহু উন্মুক্ত জমি ও সাধারণের গোচারণ-ভূমি দখল করে ব্যাপকভাবে চাষ-আবাদ শুরু করে। প্রচুর মূলধন নিয়োগ করে পতিত জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। কৃষির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ফলে ছোটো ছোটো চাষী ও পশুপালকরা ধ্বংস হয়ে যায়। এদের অনেকে শ্রমিকে পরিণত হয়। শিল্পের প্রসারের ফলে গ্রামের মানুষ দলে দলে শহরে আসতে আরম্ভ করে। এই বিপ্লবের ফলে কৃষি-ভিত্তিক দেশ ইংল্যাণ্ড শিল্প-ভিত্তিক দেশে পরিণত হয়।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়। বস্ত্রশিল্পেই সর্বপ্রথম নতুন ধরনের যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন-কে 'ফ্লাই-শাটল্' অর্থাৎ দ্রুতগতিতে চালান যায় এইরূপ এক ধরনের 'মাকু' আবিষ্কার করেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে হারগ্রিভস্, 'স্পীনিং-জেনি' আবিষ্কার করেন। এর দ্বারা বস্ত্রবয়ন-প্রণালী অধিক দ্রুত হয়। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে আর্করাইট 'ওয়াটার ফ্রেম' নামে এক ধরনের জল-চালিত যন্ত্রের আবিষ্কার করে হস্ত-চালনার পরিবর্তে জলশক্তির সাহায্যে যন্ত্র চালাবার নতুন কৌশল আবিষ্কার করেন। 'ওয়াটার-ফ্রেম' কারখানার ভিত্তি রচনা করে বলা যায়। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে কার্টরাইট্ 'পাওয়ারলুম' নামে শক্তিচালিত তাঁত আবিষ্কার করেন। এই সকল আবিষ্কারের ফলে বস্ত্রশিল্পে এক যুগান্তর ঘটে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

Scanned with CamScanner

বাষ্প-শক্তির আবিষ্কার না হলে শিল্প-বিপ্লব বেশিদূর অগ্রসর হত কিনা সন্দেহ। বাষ্প-শক্তি সম্বন্ধে ধারণা আগেই ছিল। কিন্তু তাকে উৎপাদনকার্যে প্রয়োগ করার পদ্ধতি জানা ছিল না। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে ডেনিস পেপিন নামে এক ফরাসি সর্বপ্রথম বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। তাকে আরও উন্নত করেন থোমাস নিউকোম্যান। কিন্তু নিউকোম্যান প্রবর্তিত স্টীম বা বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনগুলি বড়ো বড়ো যন্ত্র বা মেসিন চালাবার উপযোগী ছিল না। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে জেমস্ ওয়াট বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনের আরও উন্নতিসাধন করেন। জেমস্ ওয়াটের অন্যতম কৃতিত্ব হল বাষ্পের সাহায্যে যন্ত্রপাতি চালাবার মেশিনের আবিষ্কার। প্রকৃতপক্ষে জেমস্ ওয়াটকে বাষ্প-যুগের (Steam-age) প্রবর্তক বলা যায়। এর পর থেকে রেলগাড়ি, বাষ্পীয় পোত, বড়ো বড়ো কারখানা প্রভৃতিতেও বাষ্পীয় শক্তির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। জর্জ স্টিফেনস্ সর্বপ্রথম রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে কার্ডিং, ড্রয়িং ও স্পিনিংমেশিন, ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ক্রম্পটন-এর 'মিউল' ও ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ব্লাস্ট ফারনেস্ আবিষ্কৃত হয়।

বাষ্প-শক্তি

নতুন নতুন কারখানা ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে ইস্পাতের প্রয়োজন দেখা দেয়। আগে লৌহপিণ্ড গলাবার জন্য প্রচুর জ্বালানি-কাঠের ব্যবহার হত এবং তা ছিল শ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ। এই কারণে সাধারণত ইস্পাতের দ্বারা কেবলমাত্র যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা হত। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে জন স্মীটন লৌহ গলাবার চুল্লি (Blast furnace) আবিষ্কার করলে লৌহ ও ইস্পাতের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। অতঃপর কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নির্মাণে ইস্পাতের প্রচলন ব্যাপক হয়। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে হামফ্রে ডেভিস সেফ্‌টি-ল্যাম্প (Safety Lamp) বা নিরাপদ-বাতি আবিষ্কার করলে কয়লাখনির কাজ সহজ ও নিরাপদ হয়। এর পর বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন-প্রণালীকে অধিক দ্রুত করে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, ডায়নামো, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি আবিষ্কৃত হলে উৎপাদনক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে।

ইস্পাতের প্রচলন

ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটবার কারণ ঃ শিল্পবিস্তারের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের নাম বিশেষভাবে জড়িত। ১৭৪০ থেকে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বয়ন ও ধাতুশিল্পের উন্নতি হয়েছিল এবং ওয়াট-নির্মিত বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্ত্র ও লৌহ বা ইস্পাত নির্মিত যন্ত্রপাতির উন্নতি হলেও প্রকৃতপক্ষে কলকারখানার উন্নতি এবং প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ঘটে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডবাসী মেষচারণ ও বাণিজ্যের সঙ্গে অধিক জড়িত ছিল। কিন্তু এর পর থেকেই ইংল্যাণ্ডবাসী কোনো-না-কোনো শিল্প-কারখানার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে।

ভূমিকা

শিল্প-বিপ্লবের পূর্ববর্তী কালের ইউরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেই সময় ফ্রান্সই ইংল্যাণ্ডের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ছিল। ইংল্যাণ্ডের মতো ফ্রান্সেরও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছিল এবং ফ্রান্সে ইতিপূর্বেই কিছু কিছু শিল্প-সংস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ফরাসি-বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের শিল্পগুলি প্রায় ধ্বংস হয়ে যায় এবং এই কারণেই ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের আগে শিল্প-বিপ্লবের দ্বারে পৌঁছাতে পারল না। ঐতিহাসিক এল. সি. এ. নোলেস্

Scanned with CamScanner

(L.C.A Knowless)-এর মতে ফরাসি-বিপ্লবের ফলে ফরাসি শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলে ফ্রান্সই শিল্প-বিপ্লবের অগ্রদূত হত। ("But for the utter destruction of industrial and commercial life after the French Revolution, one is tempted to think that France and not England might have been the pioneering country in the Industrial Revolution"—Knowless)।

ফ্রান্সে অধিকতর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডেই সর্বপ্রথম এই বিপ্লব ঘটে

ইংল্যাণ্ডের সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক স্থিতিশীলতা শিল্প-বিপ্লবের অনুকূল ছিল। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের পর যদিও ইংল্যাণ্ড নানা যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছিল, তবুও এই যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের বাইরে। ফলে যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রভাব ইংল্যাণ্ডে পড়েনি। এছাড়া ইংল্যাণ্ডের নৌবহর ছিল খুবই শক্তিশালী যার সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের নৌবহরের তুলনা করা যায় না। ফ্রান্স ও জার্মানিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকায় সেখানে শিল্প-বিপ্লব ঘটাবার সুযোগ তখনও আসেনি। অপরদিকে ওয়ালপোলের (Walpole) অর্থনৈতিক নীতির ফলে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সামাজিক গতিশীলতাও শিল্প-বিপ্লবের সহায়ক হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশে সামাজিক জড়ত্ব অর্থনৈতিক তথা শিল্পোন্নয়নের প্রতিবন্ধক ছিল। ফ্রান্স ভিন্ন অন্য সকল দেশেই দাসত্ব-প্রথা তখনও অব্যাহত ছিল। ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাবহেতু সেই সকল দেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটাবার সুযোগ তখনও আসেনি।

সামাজিক গতিশীলতা

অনেকের মতে কতকগুলি প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধাও ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সহায়ক হয়। বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থিতির ফলেই ইংল্যাণ্ড তার নৌ-বিদ্যা ও নৌবহরের উন্নতিসাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া ইংল্যাণ্ড উপকূল ছিল বন্দরে পূর্ণ ও তার নদীগুলি ছিল নৌ-চালনযোগ্য। এছাড়া ইংল্যাণ্ডে ছিল বিশাল লৌহ ও কয়লার ভাণ্ডার। ঐতিহাসিক হব্‌স্‌বম্ (Hobsbawm) ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের মূলে প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধার কারণগুলিকে 'হাল্কা বিশ্লেষণ' বলে মনে করেন। তাঁর মতে জলবায়ু, ভূগোল, জনসংখ্যা বা অন্যান্য বাহ্য কারণগুলি কোনোটিই এককভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে এগুলি আপনা-আপনি কাজ করে না। এদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা দেয় সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে। ("Climate factor, geography, the distribution of natural resources operate not on their own; but only within a given economic and institutional framework"—Hobsbawm—Industry and Empire)*।

প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা

যাহোক শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ড ঘটেছিল বললে এটাই বোঝায় যে, শিল্পের প্রসারের জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তা সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডেই পাওয়া গিয়েছিল, যেমন—মূলধন, শ্রমিক, শিল্প-কৌশল, বিভিন্ন উপকরণ, শিল্প-জাত সামগ্রীর বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বাজার ইত্যাদি। কারখানা ও যন্ত্রপাতির নির্মাণ, শ্রমিকনিয়োগ এবং কাঁচামাল খরিদ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রচুর মূলধনের (Capital) প্রয়োজন হয়ে

মূলধন

* দ্রষ্টব্য—হরশঙ্কর ভট্টাচার্য—ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লব ও তারপর—পৃঃ ১৭-২০।

Scanned with CamScanner

থাকে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডে প্রচুর অর্থাগম হতে থাকে। কিছুসংখ্যক লোকের হাতে প্রচুর অর্থসম্পদ জমে ওঠে। এই শ্রেণির লোকেরা কারখানা স্থাপন করে ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করে শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে। ফলে শিল্পের প্রসার ঘটে। এছাড়া মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড যথেষ্ট সাহায্য করে। শিল্পগুলিতে অর্থ-বিনিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিলে ইংল্যাণ্ডের জয়েন্ট স্টক (Joint Stock) ব্যাঙ্কগুলিকে বৈধ করা হয় (১৮২৬ খ্রিঃ)। পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বহু জয়েন্ট স্টক সংস্থা গড়ে ওঠে এবং এইগুলি খুব সহজ শর্তে শিল্পগুলিতে অর্থ-বিনিয়োগ শুরু করে। সেইসঙ্গে এটিও স্বীকার করতে হয় যে ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতিরা নিজেরাই মূলধন সৃষ্টি করত। ("Much of England's industrial capital was self-generated"—Hayes—Contemporary Europe Since 1870—পৃঃ ৪)। ফলে অতি সহজেই ইংল্যাণ্ডে শিল্পের প্রসার সম্ভব হয়।

শ্রমিক

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যা অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপ থেকে বহু শ্রমিক রোজগারের সন্ধানে ইংল্যাণ্ডে আগমন করে। এছাড়া কৃষির পরিবর্তে মেষচারণ শুরু হলে বহু কৃষক বেকারে পরিণত হয়। তারা দলে দলে শহরে এসে কলকারখানায় শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হয়। সুতরাং কলকারখানার প্রসারের জন্য ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকের কোনো অভাব ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যাণ্ডে শিল্প ও যন্ত্রপাতির নির্মাণের কৌশল উন্নত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প-কৌশল (Techniques) ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড সকলের অগ্রণী হয়ে ওঠে। শিল্পের প্রসার ও উন্নতির প্রয়োজনীয় উপকরণ (যেমন—লৌহ, কয়লা ইত্যাদি) ইংল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। জন কে-র 'মাকু', হারগ্রিভ্‌স-এর 'স্পীনিং জেনি', আর্করাইট-এর 'ওয়াটার ফ্রেম', কার্টরাইট-এর 'পাওয়ার লুম' ইত্যাদির আবিষ্কার অষ্টাদশ শতকের আগেই ঘটেছিল এবং কারখানায় এইগুলির প্রযুক্তিও শুরু হয়েছিল।

শিল্প-কৌশল ও শিল্প-উপকরণ

১৭০৭ ও ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যথাক্রমে স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের সংযুক্তি হলে ইংল্যাণ্ডের বাজার প্রসারিত হয়। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে কোনো প্রকার শুল্ক-প্রাচীর না থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের বণিকরা উত্তর-আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার কিছু কিছু অঞ্চলে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। উত্তর-আমেরিকা ছিল ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত সামগ্রীর বৃহৎ বিক্রয়কেন্দ্র। ভারতেও ইংল্যাণ্ডে নির্মিত যন্ত্রপাতি ও সূতীবস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ছিল ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত পণ্যের এক বিরাট বাজার। প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ হিসেবে আমেরিকা ইংল্যাণ্ড থেকে প্রচুর পরিমাণে পণ্য খরিদ করত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকার আমদানির পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ফরাসি-বিপ্লব ও নেপোলিয়নের সময় স্পেন-অধিকৃত আমেরিকার উপনিবেশগুলি ছিল ব্রিটিশ পণ্যের রমরমা বাজার। সমগ্র বিশ্বে, ক্যান্টন থেকে বুনো আয়ার্স (Buenos Aires), কেপটাউন থেকে নর্থ-কেপ পর্যন্ত উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ

বাজার ও বিক্রয়কেন্দ্র

Scanned with CamScanner

ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।* সুতরাং ইংল্যাণ্ডের শিল্প-জাত সামগ্রীর জন্য উপযুক্ত বাজারের অভাব ছিল না।

ইংল্যাণ্ডে শিল্পের অগ্রগতি ঃ ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই ইংল্যাণ্ডে শিল্পের অগ্রগতি